

এভারেস্ট জয়ী নিশাত মজুমদার

আসসালামু আলাইকুম,

আমি এভারেস্ট জয়ী নিশাত মজুমদার। আপনাদের সামনে এসেছি শব্দ দূষণ বিষয়ে কথা বলতে।

একটু খেয়াল করলেই দেখবেন আমরা প্রতিনিয়ত জেনে না জেনে শব্দদূষণ করছি। যেমন সকালে যে কোন কাজের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। আপনাকে বহনকারী গাড়িটির ড্রাইভার কারনে অকারনে হর্ণ বাজিয়েই চলছে। যার কারনে অফিসগামী, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, পথচারী ও আশপাশের হাসপাতালের রোগী সবার কি দূরবাস্থা হচ্ছে ভেবে দেখছেন?

আবার ধরুন আপনি একটি কারখানার মালিক শেখানে মেশিন ও অন্যান্য সব অসহনীয় শব্দে শ্রমীক ও আশপাশের লোকরা ভয়াবহ স্বাস্থ্যঝুঁকিতে রয়েছে।

নানা অযুহাতে আমরা আবাসিক এলাকায় যখন তখন লাউডস্পিকারে গান শুনি, পার্টি করি কিন্তু একারণে আপনার আমার পরিবারের শিশু, বৃদ্ধ, রোগী কষ্ট এবং ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মনোযোগ নষ্ট এমনকি একটু বিশ্রাম নেয়ার উপায় থাকেনা। এভাবে চলতে থাকলে আমাদের ভবিষ্যত থমকে দাড়াতে পারে।

আমার স্বপ্ন ছিলো এভারেস্ট জয় আমি সেটা করেছি। কিন্তু আপনার স্বপ্ন বা চাওয়া আরো ব হতে পারে। আপনি আমি হয়ত ধারণাও করতে পারিনা এমন আবিষ্কার অথবা স্বপ্ন ছোঁয়ার অপেক্ষায় আপনার আমার সন্তানেরা।

এই সফলতার সম্ভাবনাকে আমাদের অজান্তে আটকে দিতে পারে এই শব্দদূষণ

আমি জয় করেছি এভারেস্ট আমি বিশ্বাস করি আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রনের মত চ্যালেঞ্জ জয় করতে পারবো।

তাই আসুন আমরা সচেতন হই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রনে। আমাদের ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রনে প্রয়োজনে আইনের সহয়তা পেতে জরুরী সেবা ৯৯৯ এ অভিযোগ করুন।

বিধিমালা ২০০৬ অনুসারে, প্রথমবার এ অপরাধের জন্য আপনার অনধিক ১ মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডের বিধান রয়েছে। পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ৬ মাস কারাদণ্ড অথবা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

শব্দদূষণ রোধ করি, সুস্থ বাংলাদেশ গড়ি।
